একটি ভুল সংশোধন

[এক গলতি কা ইযালা]

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

একটি ভুল সংশোধন

(এক গলতি কা ইযালা)

মূল ঃ
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

বঙ্গানুবাদ ঃ
মৌলবী মোহাম্মদ

নাযারত নশর ও এশায়াত
সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

পুস্তকের নাম	ঃ	একটি ভুল সংশোধন
লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	মৌলবী মোহাম্মদ
প্রকাশক	ঃ	**নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব**
সংস্করণ	ঃ	**অক্টোবর, ২০২১ (ভারত)**
সম্পাদনায়	ঃ	**বাংলা ডেস্ক, ভারত**
সংখ্যা	ঃ	**৫০০**
মুদ্রণে	ঃ	**ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব**

Title	:	Ekti Bhul Sangshodhan
Author	:	Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad The Promised Messiah & Mahdi[as]
Translator	:	Molvi Mohammad
Edition	:	October, 2021 (India)
Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

যেহেতু পবিত্র গ্রন্থ কুরআন আরবী ভাষায় বিদ্যমান এবং অনন্য সাধারণ তত্ত্বাবলীর আধার। এছাড়া আহাদীসের সংকলনগুলিও আরবী ভাষায় রচিত যার মধ্যে অগণিত রূপক এবং প্রবাদবাক্য বিদ্যমান। তাই আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞতার কারণে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণকারী তথাকথিত নামধারীরা ইসলাম ধর্মের বুৎপত্তি অনুধাবনে বঞ্চিত রয়ে যায়। আর অজ্ঞান মৌলবীদের প্ররোচনায় খাতামান্নাবীঈন-এর যথার্থতা অনুধাবন না করে নিজেরাই ইসলাম এবং পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এবং নবীকুল শিরোমণি পবিত্র রসূল (সা.)-এর উপর আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদেরকেও এর সুযোগ করে দেয়।

এই পুস্তকে স্বয়ং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম পবিত্র কুরআন করীম এবং আহাদীস-এর আলোকে খতমে নবুওয়ত- এর বাস্তবিকতা এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা এবং কল্যাণরাজীর উল্লেখ করে নবী কাকে বলে এবং তিনি (আ.) কি প্রকারে এবং কেন নবী আখ্যায়িত হয়েছেন- তা স্পষ্ট করেছেন।

তাঁর পুস্তক **"এক গলতি কা ইযালা"** বিশ্ববিখ্যাত একটি পুস্তক। যুগোপযোগী এই পুস্তকটিরই অনুবাদ হ'ল **'একটি ভুল সংশোধন'**। পুস্তকটির অনুবাদ মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব করেছেন। যা সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং আরবী সহ সম্পূর্ণরূপে পুস্তকটির সেটিং ও মূল উর্দু পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা এবং জনাব হুমায়ুন কবীর,

শিক্ষার্থী জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আশা করি পুস্তকটি খাতামান্নাবীঈন-এর যথার্থ বাস্তবিকতা অনুধাবনে এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম-এর দাবীর মর্মার্থ অনুধাবনে সহায়ক সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্তাআলার নিকট সকাতর প্রার্থনা যেন এমনটাই হয়। আমিন।

অক্টোবর ২০২১

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,
[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ; ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ; ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০টিরও

অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে,তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

একটি ভুল সংশোধন

(এক গলতি কা ইযালা)

আমার জামাতের কিছুলোক, যারা আমার পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পড়ার সুযোগ পায় নি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ পূর্ণভাবে অবগত হবার জন্য যথেষ্ট সময় আমার সাহচর্যে থাকে নি, তারা আমার দাবী ও প্রমাণ সম্বন্ধে জানার স্বল্পতাবশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি শুনে যে উত্তর দিয়ে বসেন, তা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে সত্য পথে থেকেও তাদেরকে লজ্জা পেতে হয়। কয়েকদিন হ'ল, এরূপ এক ব্যক্তির নিকটে কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি জানায় যে, তুমি যার নিকট বয়াত (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করেছ, তিনি নবী ও রসূল হবার দাবী করেছেন। এর উত্তর শুধু অস্বীকার জ্ঞাপক শব্দে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরূপ উত্তর সঠিক নয়। সত্য কথা এই যে, আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র পবিত্র ওহী (বাণী) সমূহে নবী, রসূল ও মুরসাল শ্রেণীর শব্দ একবার দু'বার নয়, শত শত বার বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর (আমার) ওহীতে এসব নেই, তা বলা কীরূপে সত্য হতে পারে? পরন্তু পূর্বের তুলনায় এসব শব্দ আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাইশ বছর পূর্বে লিখিত আমার 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক পুস্তকেও এসব শব্দের ব্যবহার কিছু কম হয় নি। এ পুস্তকে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র ওহীগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে -

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّهٖ

- (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এতে স্পষ্টভাবে আমাকে রসূল বলা হয়েছে। আবার, এরপর এ পুস্তকেই আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র এ ওহী

আছে -

جری اللّٰہ فی حلل الانبیاء

অর্থাৎ - নবীগণের পোষাকে আল্লাহ্‌র রসূল। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবার এ পুস্তকেই উক্ত ওহীর সাথে আল্লাহ্‌র এ ওহী আছে -

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

এ ঐশী বাণীতে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে এবং রসূলও। এ পুস্তকের ৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আর একটি ওহী এই,

''دنیا میں ایک نذیر آیا''

অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন 'নযীর' (সতর্ককারী) এসেছেন। এ ওহীটির আর এক বর্ণনা আছে।

دنیا میں ایک نبی آیا

অর্থাৎ- পৃথিবীতে একজন নবী এসেছেন। এরূপে বারাহীনে আহমদীয়ায় আরও বহু স্থানে আমাকে রসূল বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে, আঁ হযরত (সঃ) যখন খাতামান্নাবীঈন তখন তাঁর পরে কীভাবে নবী আসতে পারেন? এর উত্তর এই যে, ঠিক সেভাবে কোন নতুন বা পুরাতন নবী নিশ্চয়ই আসতে পারেন না, যেভাবে আপনারা মনে করেন যে, শেষ যুগে ঈসা আলায়হেস্ সালাম নেমে আসবেন এবং তখনও তিনি নবী থাকবেন, চল্লিশ বছর ধরে তাঁর প্রতি নবুওয়তের ওহী হতে থাকবে এবং তাঁর দ্বিতীয় নবুওয়তকাল আঁহযরত (সঃ)-এর নবুওয়তকাল হতেও দীর্ঘতর হবে। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিশ্চয়ই পাপ। কুরআনের আয়াত -

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(আল্ আহ্যাব 33:41) এবং হাদীস لَانَبِيَّ بَعْدِیْ উক্ত আকীদাকে সর্বৈর্ব মিথ্যা প্রমাণিত করছে এবং আমরা এরূপ আকীদার ঘোর বিরোধী। উক্ত আয়াতের উপর আমরা পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাস রাখি।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তা অবগত নয়। আল্লাহ্‌তাআলা এ আয়াতে জানিয়েছেন, আঁ হযরত (সঃ)-

এর পর কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পথ রুদ্ধ করা হয়েছে এবং এটা সম্ভব নয় যে, এরপর কোন হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান বা কোন নামধারী মুসলমান নিজেকে নবী বলে সাব্যস্ত করে। নবুওয়তের সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু একটি পথ সিরাতে সিদ্দীকির (সিদ্দীকিয়তের রাস্তা) খোলা আছে, যাকে 'ফানাফির রসূল' বলে। সুতরাং এ পথ দিয়ে যে ব্যক্তি খোদার নিকটবর্তী হয়, তাকে প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদী নবুওয়তের বসনেই ভূষিত করা হয়। এরূপে যিনি নবী হন, তিনি আক্রোশের পাত্র নন। কেননা এটা তাঁর স্বকীয় স্বতন্ত্র নবুওয়ত নয়, পরন্তু তিনি এটা তাঁর নবীর উৎস হতে গ্রহণ করেন, এবং নিজ গৌরবের জন্য নয় বরং তাঁর নবীর গৌরব প্রকাশের জন্য। এ কারণে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ)। এর অর্থ এই যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত অবশেষে বুরুজীভাবে হলেও মুহাম্মদ (সঃ)-ই প্রাপ্ত হলেন, অন্য কেউ এটা পেল না। অতএব,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(আল্ আহ্যাব 33:41) আয়াতটির অর্থ হবে এরূপ ঃ

لَيْسَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِ الدُّنْيَا وَلٰكِنْ هُوَ اَبٌ لِرِجَالِ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّهٗ
خَاتَمَ النَّبِيّٖن وَلَا سَبِيْلَ اِلٰى فَيُوْضِ اللّٰه مِن غَيْرِ تُوَسّطِهٖ

(অর্থাৎ-মুহাম্মদ এই মরলোকবাসীদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; তিনি অমরলোকবাসী পুরুষদের পিতা; কেননা তিনি 'খাতামান্নাবীঈন' তাঁর সূত্র ব্যতীত আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাবার আর কোনই পথ নেই।) মোটকথা আমি মুহাম্মদ ও আহমদ (সঃ) হওয়ার কারণে আমার নবুওয়ত ও রেসালত লাভ হয়েছে, স্বকীয়তায় নয়, 'ফানাফির রসূল' হয়ে অর্থাৎ রসূলের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে পেয়েছি। সুতরাং এতে 'খাতামান্নাবীঈনের' অর্থে কোন ব্যতিক্রম ঘটলো না। পক্ষান্তরে ঈসা আলায়হেস্সালাম আবার (এ পৃথিবীতে) আসলে (খাতামান্নাবীঈনের অর্থে) নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটবে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে,আল্লাহ্ হতে জেনে যিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এ অর্থ বুঝাবে, সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়ার

শর্ত রয়েছে। কারণ যদি তিনি রসূল না হন, তাহলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পেতে পারেন না।

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা কাউকেও গায়েবের সংবাদের আধিপত্য দান করেন না, পরন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি রসূল হিসেবে মনোনীত করেন (সূরা জিন্ন 72: 27-28)।

আয়াতটি এরূপ সংবাদ লাভের পরিপন্থী। যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর পর এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর আগমন অস্বীকার করা যায়, তাহলে ইহা অবশ্যই মানতে হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। কারণ যাঁর উপর আল্লাহ্‌র নিকট হতে গায়েবের সংবাদ প্রকাশিত হবে -

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ

আয়াত অনুসারে তার উপর 'নবী' শব্দের মর্ম প্রযুক্ত হবে। এরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হবেন, তাঁকে আমরা রসূল বলব। তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নতুন শরীয়তসহ কোন নবী বা রসূল আসবে না; অথবা কোন ব্যক্তি নবী নাম লাভের অধিকারী হবেন না, যিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণ না করেন এবং এমন 'ফানাফির রসূল' অর্থাৎ আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে বিলীন হয়ে না যান, যার ফলে আকাশে তাঁর নাম মুহাম্মদ (সঃ) রাখা হয়।

وَمَنِ ادَّعٰى فَقَدْ كَفَرَ

[এবং যে (স্বতন্ত্রভাবে) দাবী করে সে নিশ্চয়ই কাফির] এর মধ্যে আসল তত্ত্ব এই যে, খাতামান্নাবীঈন শব্দের মর্মানুযায়ী স্বাতন্ত্রের লেশমাত্র বাকী থাকতে কোন ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করলে, সে খাতামান্নাবীঈনের উপরস্থ মোহর ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ খাতামান্নাবীঈন এর মধ্যে এরূপ বিলীন হয়ে যান যে, তাঁর সাথে একান্ত একীভূত হয়ে এবং স্বীয় স্বাতন্ত্রের পূর্ণ বিলোপ সাধন দ্বারা তাঁরই নাম লাভ করেন এবং পরিণামে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাঁর সত্তায় আঁ হযরত (সঃ)-এর ছবি ফুটে উঠে, তাহলে মোহরকে না

ভেঙ্গেই তিনি নবী আখ্যা লাভ করবেন, কারণ প্রতিচ্ছায়ারূপে তিনি মুহাম্মদ (সঃ)। মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত এ প্রতিবিম্বিত ব্যক্তির নবী ও রসূলের দাবী সত্ত্বেও সৈয়্যদনা মুহাম্মদ (সঃ)-ই খাতামান্নাবীঈন থাকেন। কেননা এ দ্বিতীয় মুহাম্মদ (সঃ) সে প্রথম মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই প্রতিকৃতি এবং তাঁর নামে আখ্যায়িত। কিন্তু ঈসা (আঃ) স্বতন্ত্র নবী হওয়ার ফলে খতমে নবুওয়তের মোহর না ভেঙ্গে তিনি আসতে পারেন না। যদি বুরুজী রঙ্গেও কেউ নবী বা রসূল হতে না পারে তাহলে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

(আল্ ফাতেহা 1: 6-7) প্রার্থনার অর্থ কী? ☆

অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিবিম্বরূপে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করি না। এ অর্থেই সহী মুসলিমেও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে নবী বলা হয়েছে।

☆ *স্মরণ রেখো যে, এ উম্মতের জন্য সেসব অনুগ্রহের ওয়াদা আছে যা অতীতে নবী ও সিদ্দীকগণ পেয়েছিলেন। উক্ত অনুগ্রহরাজীর মধ্যে সেই সকল নবুওয়ত এবং ভবিষ্যতের সংবাদ রয়েছে, যার কারণে অতীত নবীগণ (আঃ) নবী আখ্যা লাভ করেছিলেন। কুরআন শরীফ নবী এবং রসূল ব্যতিরেকে অন্যের উপর গায়েব বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যেরূপ*

لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(সূরা জিন্ন 72: 27-28) আয়াত হতে প্রমাণিত হয়। সুতরাং পরিষ্কারভাবে গায়েবের সংবাদ পেতে হলে নবী হওয়া আবশ্যক।

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ উম্মত নির্মল গায়েবের সংবাদ হতে বঞ্চিত নয়। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী পরিষ্কার গায়েবের সংবাদ লাভের জন্য নবুওয়ত ও রেসালতের প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নবুওয়ত প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মানতে হয় যে, আল্লাহ্‌র এই দান পাবার জন্য একমাত্র বুরুজ (আত্মিক বিকাশ), জিল্ল (ছায়া) বা ফানাফির রসূলের পথ খোলা আছে। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করুন।

আল্লাহ্ হতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান, তাঁর নাম নবী না হলে কী নামে তাঁকে অভিহিত করা যাবে? যদি বল তাঁকে 'মুহাদ্দাস' বলা উচিত তাহলে আমি বলতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহ্দীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেয়া নয়; কিন্তু নবুওয়তের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেয়া। নবী আরবী ও হিব্রু, উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এ শব্দের উচ্চারণ ''নাবী'' এবং এটা 'নাবা' ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহ্র নিকট হতে জেনে গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়তদাতা হওয়ার শর্ত নেই। নবুওয়ত আল্লাহ্র অপার্থিব দান। এর দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমি যখন আজ পর্যন্ত খোদার নিকট হতে প্রায় দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছি। তখন আমার নবী ও রসূল হওয়া আমি কীরূপে অস্বীকার করতে পারি? যখন স্বয়ং খোদাতাআলা আমাকে নবী ও রসূল আখ্যা দিয়েছেন, তখন আমি কীরূপে এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ভয় করি?

যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ; আমি তাঁর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে মসীহ্ মাওউদরূপে পাঠিয়েছেন। আমি যেভাবে কুরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি সেরূপ বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওহীর উপর ঈমান রাখি। এগুলোর সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। আমি কা'বাগৃহে দাঁড়িয়ে শপথ করতে পারি যে, যেসব পবিত্র ওহী আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, এগুলো সে আল্লাহ্র বাণী যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করেছিলেন। পৃথিবী আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আকাশও আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ঘোষণা করেছে আমি আল্লাহ্র খলীফা। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে প্রত্যাখ্যান করাও অবধারিত ছিল। যাদের হৃদয়ের উপর পর্দা পড়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করবে না। যেভাবে খোদা তাঁর নবীগণকে সাহায্য করেন, আমি জানি, নিশ্চয়ই তিনি আমাকেও সেভাবে সাহায্য করবেন। আমার বিরুদ্ধে কেউ টিকতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্র সমর্থন তাদের সঙ্গে নেই। যে সব স্থানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করেছি, সেখানে এ অর্থেই করেছি যে,

আমি শরীয়তদাতা নবী নই এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু আমি আমার নেতা রসূলের (সঃ) আত্মিক কল্যাণ লাভ করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে, তাঁরই মাধ্যমে খোদা হতে আমি গায়েবের জ্ঞান পেয়েছি। এ অর্থে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়ত নেই। এরূপে নবী হওয়া আমি কখনও অস্বীকার করি নি। পরন্তু এ অর্থেই আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসূল বলে সম্বোধন করেছেন। অতএব এখনও আমি এ অর্থে নবী ও রসূল হওয়া অস্বীকার করি না।

من نیستم رسول و نیاوردہ ام کتاب

আমার একটি উক্তি। এর অর্থ মাত্র এতটুকু যে, আমি শরীয়তদাতা নবী নই।

হ্যাঁ, একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে কখনও ভুললে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতাআলার তরফ হতে আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমার প্রতি তাঁর এ করুণা সাক্ষাৎ ভাবে হয় নি। পরন্তু আকাশে এক পবিত্র সত্তা আছেন, যাঁর আত্মিক শক্তি আমার মাঝে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর মধ্যবর্তিতা বজায় রেখে এবং তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে, তাঁর মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) নাম লাভ করে আমি রসূল ও নবী অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র প্রেরিত এবং আল্লাহ্ হতে গায়েবের সংবাদ প্রাপ্ত হই। কারণ আমি প্রতিফলন ও প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায় প্রেম দর্পণের মধ্যবর্তিতায় সে নাম পেয়েছি। এরূপে খাতামান্নাবীঈনের মোহর অক্ষুণ্ন রয়েছে। যদি কেউ আল্লাহ্র এ ওহীর প্রতি নারাজ হয় যে, কেন খোদাতাআলা আমার নাম নবী ও রসূল রেখেছেন, তাহলে এটা তার মুর্খতা হবে। কারণ আমার নবী ও রসূল হওয়াতে নবুওয়তের মোহর ভঙ্গ হয় না।☆

☆ *কতই না সুন্দর কথা যে, এভাবে একদিকে যেমন খাতামান্নাবীঈনের ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর ভঙ্গ হল না অপরদিকে তেমনি* لَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ (সূরা জিন্ন 72: 27) *আয়াতোল্লেখিত নবুওয়ত বলতে যা বুঝায়, তা হতে উম্মতের সব ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হল না। কিন্তু যে ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত ইসলামের ছয়শ' বছর*

এ কথা সুস্পষ্ট যে, আমি যেমন নিজের সম্বন্ধে বলি যে, আল্লাহ্ আমাকে নবী ও রসূল নামে অভিহিত করেছেন, তেমনি আমার বিরুদ্ধবাদীরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে বলে যে, তিনি আমাদের নবী (সঃ)-এর পর পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার আগমন করবেন। যেহেতু তিনি নবী, সুতরাং তাঁর পুনারাগমনে, সে আপত্তিই উঠবে, যা আমার বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ খাতামান্নাবীঈনের খাতামিয়্যতের মোহর ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর পর, যিনি প্রকৃত পক্ষে খাতামান্নাবীঈন ছিলেন, আমাকে নবী ও রসূল নামে অভিহিত করলে, কোন আপত্তির কথা নয় এবং এতে খাতামিয়্যতের মোহরও ভাঙ্গে না। কারণ আমি বার বার বলেছি যে

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

(আল্ জুমু'আ 62:4) আয়াতানুযায়ী আমি বুরুজীভাবে সেই খাতামুল আম্বিয়া এবং খোদা আজ হতে বিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া (নামক পুস্তকে) আমার নাম মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) রেখেছেন এবং আমাকে আঁ হযরত (সঃ)-এরই সত্তা নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং এভাবে আমার নবুওয়তের দ্বারা আঁ হযরত (সঃ)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মর্যাদায় কোন ধাক্কা লাগে নি। কারণ ছায়া আপন মূল সত্তা হতে পৃথক নয়। যেহেতু আমি প্রতিবিম্বস্বরূপ মুহাম্মদ (সঃ), সুতরাং এ প্রকারে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে নি। কারণ মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ আমি যখন বুরুজীভাবে আঁ হযরত (সঃ) এবং বুরুজী রঙ্গে সমস্ত মুহাম্মদী কামালাত মুহাম্মদী নবুওয়তসহ আমার প্রতিবিম্বের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কোথা হতে আসলেন, যিনি পৃথকভাবে নবুওয়তের দাবী করলেন।

পূর্বেকার বলে স্বীকৃত, তাঁকে এ পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার নামিয়ে আনলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকে না। এতে খাতামান্নাবীঈন আয়াতের স্পষ্ট অস্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে আমরা প্রতিপক্ষের কেবল গালিই শুনব। অতএব তারা গালি দিতে থাকুক।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

(অর্থাৎ অত্যাচারীরা অচিরে জানবে, তারা প্রত্যাগমনের কোন স্থানে প্রত্যাগত হবে। আশ্ শো'আরা 26:228)

ভাল কথা, যদি তোমরা আমাকে গ্রহণ না কর, তাহলে জেনে রেখ তোমাদের হাদীস সমূহে লেখা আছে, প্রতিশ্রুত মাহদী রূপে ও গুণে আঁ হযরত (সঃ)-এর ন্যায় হবেন এবং তার নাম আঁ হযরত (সঃ)-এর মত হবে। অর্থাৎ নামও মুহাম্মদ (সঃ) ও আহমদ (সঃ) হবে এবং তিনি তাঁর আহলে বায়তের অন্তর্ভূক্ত তাঁর বংশের হবেন।☆ কোন কোন হাদীসে আছে, "তিনি আমার মধ্য হতে হবেন।" এ গভীর ইঙ্গিত ঐ কথার দিকে যে, তিনি রূহানিয়তের দিক দিয়ে সেই নবীর মধ্য হতে বের হবেন এবং তাঁরই আত্মিক রূপের হবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে শব্দ সমষ্টি দ্বারা আঁ হযরত (সঃ) পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশ করেছেন, এমন কি দুই জনের নাম এক রেখেছেন, সে শব্দ সমষ্টি দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আঁ

☆ *আমার পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস হতে সাব্যস্ত হয়, আমার এক দাদী সম্ভ্রান্ত ফাতেমী বংশীয় সৈয়্যদা ছিলেন, আঁ হযরত (সঃ)-ও এর সত্যায়ন করেছেন। স্বপ্নে তিনি আমাকে বলেছেন,*

سلمان منا اهل البيت علىٰ مشرب الحسن

*এ বাক্যে আমার নাম রাখা হয়েছে সালমান; অর্থাৎ দুই সাল্‌ম বা দুই শান্তি। আরবী ভাষায় 'সাল্‌ম' শব্দের অর্থ শান্তি। এটা নির্ধারিত হয়েছে যে এক হ'ল অভ্যন্তরীণ শান্তি, যা অভ্যন্তরীণ হিংসা ও বিদ্বেষকে দূর করবে; দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক শান্তি, যা বাইরের শত্রুতার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে ও ইসলামের মহিমা প্রদর্শন করে অমুসলমানদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। বোঝা যাচ্ছে হাদীসে যেখানে সালমানের উল্লেখ আছে সেখানে আমাকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নচেৎ সালমানের জন্য দুই প্রকার শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তার জন্য প্রযুক্ত হয় না। আমি খোদার নিকট হতে ওহী প্রাপ্ত হয়ে বলছি যে, আমি পারস্য বংশীয় এবং কনযুল উম্মালের হাদীস অনুসারে পারস্য বংশীয়গণও বনী ইসরাঈল এবং আহলে বায়ত (ঘরের লোক)। কাশ্‌ফে (অতিজাগ্রত স্বপ্নে) হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার মাথা তাঁর উরুদেশে রেখেছেন এবং আমায় দেখিয়েছেন যে, আমি তাঁর থেকে উদ্ভূত। এ কাশ্‌ফ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত আছে।**

** বারাহীনে আহমদীয়াতে উপরোক্ত কাশ্‌ফটি এভাবে লিপিবদ্ধ আছে, "উপরোক্ত ইলহামে রসূল (সঃ)-এর বংশধরদের উপর দুরূদ প্রেরণ করার যে নির্দেশ রয়েছে এর মধ্যে এ রহস্যই নিহিত আছে যে, ঐশী কল্যাণরাজি অর্জনে আহলে বায়তকে ভালবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হন তিনি এ সকল পাক ও পবিত্র সত্তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং সকল জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞানে তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হন। এ স্থানে একটি উজ্জ্বল*

হযরত (সঃ) প্রতিশ্রুত পুরুষকে স্বীয় বুরুজ বলতে চান। যশুয়া যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর বুরুজ ছিলেন। বুরুজের জন্য এটা জরুরী নয় যে, বুরুজী ব্যক্তিকে মূল পুরুষের পুত্র বা পৌত্র হতে হবে। অবশ্য এটা প্রয়োজনীয় যে, রূহানীয়তের সম্বন্ধের দিক দিয়ে যিনি বুরুজ হবেন, তাঁকে মূল পুরুষ হতে উদ্ভূত হতে হবে এবং আদি হতে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ এবং সম্বন্ধ থাকতে হবে।

সুতরাং বুরুজ শব্দের তত্ত্ব প্রকাশের জরুরী অর্থের আলোচনা ছেড়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর বুরুজ তার পৌত্র (বংশধর) হবেন ঘোষণা করে বেড়ানোর খেয়াল আঁ হযরত (সঃ)-এর মারেফতের মহিমার সম্পূর্ণ বিরোধী, কেউ বলতে পারেন কি, বুরুজের জন্য পৌত্র হওয়ার আবশ্যকতা কী? বুরুজের জন্য যদি এ প্রকার সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল, তাহলে এরূপ নিম্নতর সম্পর্কের কী প্রয়োজন ছিল? পুত্র হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা আপন পবিত্র কালামে আঁ হযরত (সঃ)-কে কারও পিতা হওয়া অস্বীকার করেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর বুরুজের সংবাদ দিয়েছেন। যদি বুরুজ ঠিক না হতো তাহলে

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

(আল্ জুমু'আ 62:4) আয়াতটিতে প্রতিশ্রুত পুরুষের সহচরগণকে আঁ হযরত

দিব্য-দর্শন আমার মনে পড়ল- আর তা এই যে একবার মাগরিবের নামাযের পর জাগ্রত অবস্থায় অল্প সময়ের জন্য নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলি যা নেশা সদৃশ্য ছিল। সে সময় এক অদ্ভুত জগত আমার সামনে প্রকাশিত হলো। প্রথমে কয়েকজন মানুষের দ্রুত চলার শব্দ পাই। যেমন দ্রুত চলা অবস্থায় জুতা ও মোজার শব্দ হয়ে থাকে। ঠিক সেই সময় অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আকর্ষণীয় ও সুন্দর চেহারার পাঁচ জন ব্যক্তি আমার সামনে আসেন। অর্থাৎ পয়গম্বরে খোদা (সঃ), হযরত আলী (রাঃ),হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসায়েন (রাঃ) ও হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)। তাদের মধ্য হতে একজন আমার যতটুকু মনে পড়ছে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অত্যন্ত স্নেহ ও মমতায় স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় এ অধমের মাথা নিজ উরুতে রেখে নিলেন। এরপর আমাকে একটি কিতাব দেওয়া হলো যার সম্বন্ধে বলা হলো যে, এটা কুরআনের তফসীর, যা আলী (রাঃ) লিখেছেন এবং এখন আলী (রাঃ) এ তফসীর তোমাকে দিচ্ছেন। ফালহামদুলিল্লাহে আলা যালেকা।

(বারাহীনে আহমদীয়া,রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড,পৃঃ ৫৯৯ ,পাদ টীকা ৩)

(সঃ)-এর সাহাবার শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে কেন? কাজেই বুরুজকে অস্বীকার করলে এ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হবে।

আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে মাহদীর সম্পর্ককে যারা দৈহিক বলে মনে করেন, তাদের কেউ বলেছেন মাহদী হাসান বংশীয় হবেন, কেউ বলেছেন হুসায়েন বংশীয় হবেন এবং কেউ বলেছেন আব্বাস বংশীয় হবেন। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর কেবল এ উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি সন্তানের ন্যায় তার ওয়ারীস হবেন, যথা তাঁর নামের, তাঁর গুণের, তাঁর জ্ঞানের, তাঁর আধ্যাত্মিকতার এবং সবদিক দিয়ে তিনি নিজের মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখাবেন। নিজের পক্ষ হতে নয়, পরন্তু সব কিছু তিনি তাঁর নিকট হতে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁরই চেহারা দেখাবেন। সুতরাং যেমন বুরুজীভাবে তিনি তাঁর নাম, তাঁর গুণ, তাঁর জ্ঞান নিবেন, তেমনি তাঁর নবী উপাধিও গ্রহণ করবেন। কারণ বুরুজী ছবি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ছবি সব দিক দিয়ে আপন আসলের পূর্ণতা প্রকাশ করে। সুতরাং নবুওয়ত যেহেতু নবীর মধ্যে একটি গুণ অতএব বুরুজী ছবির মধ্যেও উক্ত গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। সব নবী একথা স্বীকার করে এসেছেন যে, বুরুজী ব্যক্তি মূল ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। এমন কি নাম পর্যন্ত এক হয়ে যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, যেমন বুরুজীভাবে মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহমদ (সঃ) নাম রাখলে দুই মুহাম্মদ (সঃ) এবং দুই আহমদ (সঃ) হন না, তদ্রূপ বুরুজীভাবে নবী ও রসূল বললে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে না। কারণ বুরুজী সত্তা কোন পৃথক সত্তা নয়। এরূপ হলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সব নবী একমত যে বুরুজের মধ্যে দ্বৈততা থাকে না। কারণ বুরুজের মর্যাদা নিম্ন বর্ণিত রূপ হয়ে থাকে।

من تو شدم تو من شدی　　من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نہ گوید بعد زیں　　من دیگرم تو دیگری

আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি;
আমি হলাম দেহ, তুমি হলে প্রাণ;
পরে যেন না বলে কেউ, আমি এক তুমি অন্য।

কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করলে, খাতামান্নাবীঈনের মোহর না ভেঙ্গে তিনি পৃথিবীতে কীভাবে আসবেন? সুতরাং 'খাতামান্নাবীঈন' শব্দ এক ঐশী মোহর, যা আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়তের উপর সংযুক্ত হয়েছে। এরপর এ মোহর ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে এটা সম্ভব যে আঁ হযরত (সঃ) একবার নয়, পরন্তু হাজার বার পৃথিবীতে বুরুজী রূপে অবতীর্ণ হতে পারেন এবং বুরুজী রঙ্গে সকল গুণসহ আপন নবুওয়তকেও প্রকাশ করতে পারেন। এই বুরুজ খোদাতাআলার তরফ হতে এক নির্ধারিত পদবী ছিল। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেনঃ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ

(আল্ জুমু'আ 62:4) নবীগণের আপন বুরুজের প্রতি আক্রোশ থাকে না। কারণ তাঁরা তাঁদের ছবি ও নক্‌শা হয়ে থাকে। কিন্তু অপরের জন্য নিশ্চয়ই এটা আক্রোশের কারণ হয়। ভেবে দেখ, হযরত মূসা (আঃ) যখন মেরাজের রাত্রে দেখলেন যে আঁ হযরত (সঃ) তাঁকে ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছেন, তখন কীভাবে তিনি কেঁদে কেঁদে মনের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যে অবস্থায় খোদাতাআলা বলেন যে, তোমার পর আর কোন নবী আসবে না এবং তিনি নিজ কথার বিরুদ্ধে পুনরায় ঈসা (আঃ)-কে পাঠিয়ে দেন, তাহলে এরূপ কাজ আঁ হযরত (সঃ)-এর কি পরিমাণ মনো ক্ষোভের কারণ হবে। মোট কথা, বুরুজী রঙ্গের নবুওয়ত দ্বারা খতমে নবুওয়তে কোন তারতম্য ঘটে না এবং মোহরও ভাঙ্গে না। কিন্তু অন্য কোন নবী আসলে ইসলামের মূল উৎপাটিত হয়ে যায় এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর একান্ত অপমান হয় যে দাজ্জাল হত্যার বিরাট কাজ ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা সমাধা হল এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর দ্বারা হল না এবং মহিমান্বিত আয়াত

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(আল্ আহ্‌যাব 33:41) নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। অত্র আয়াতে এক ভবিষ্যদ্বাণী গুপ্ত আছে। এটা এই যে, এরপর কেয়ামত পর্যন্ত নবুওতের উপর মোহর লেগে গেছে এবং বুরুজী সত্তা ব্যতিরেকে যিনি স্বয়ং আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্তা, অন্য কারও মধ্যে এ শক্তি নেই যে খোলাখুলিভাবে নবীগণের ন্যায় খোদার নিকট হতে কোন গায়েবের জ্ঞান লাভ করে। যেহেতু সেই বুরুজী মুহাম্মদ (সঃ), যিনি পূর্ব হতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমি স্বয়ং; সুতরাং

বুরুজী রঙ্গের নবুওয়ত আমাকে দেওয়া হয়েছে। এখন এ নবুওয়তের মোকাবিলায় সমস্ত জগত অসহায়। কারণ নবুওয়তের উপর মোহর রয়েছে। সমস্ত মুহাম্মদী গুণে ভূষিত একজন মুহাম্মদী বুরুজ শেষ যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল। তদনুযায়ী তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এখন এ পথ ছাড়া নবুওয়তের ঝরণা হতে পানি নেওয়ার জন্য অপর কোন পথ বাকি নেই। সার কথা এ যে, বুরুজী জাতীয় নবুওয়ত ও রেসালত দ্বারা খাতামিয়্যতের মোহর ভাঙ্গে না এবং হযরত ঈসা (আঃ)- এর অবতরণের ধারণা, যা পক্ষান্তরে

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(আল্ আহ্যাব 33:41) আয়াতের মিথ্যা প্রতিপাদক, এটা খাতামিয়্যতের মোহরকে ভেঙ্গে দেয়। এই অপলাপ এবং বিরোধী আকীদার কুরআন শরীফে কোথাও চিহ্ন নেই। এটা সম্ভবই বা কীরূপে হতে পারে, ইহা যখন উল্লেখিত আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু এক বুরুজী নবী ও রসূলের আগমন কুরআন শরীফ দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। যেমন আয়াত

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ

(আল্ জুমু'আ 62:4) দ্বারা প্রকাশিত। এ আয়াতের মধ্যে বর্ণনার এক সূক্ষ্মতা আছে। এটা এই যে, যে দলকে সাহাবা গণ্য করা হয়েছে তাদের উল্লেখ এতে এসেছে কিন্তু এ স্থানে উল্লেখিত বুরুজের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদের, যাঁর দ্বারা ঐ সমস্ত লোক সাহাবাদের শ্রেণীভূক্ত হবেন এবং যাঁদেরকে সাহাবাদের (রাঃ) ন্যায় আঁ হযরত (সঃ)-এর শিক্ষার অধীন গণ্য করা হয়েছে। এ কথা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বুরুজ হিসেবে উল্লেখিত ব্যক্তির স্বীয় কোন সত্তা নেই। এ জন্য বুরুজী নবুওয়ত এবং রেসালাত দ্বারা খাতামিয়্যতের মোহর ভাঙ্গল না। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে তাঁকে অস্তিত্ববিহীনরূপে রাখা হয়েছে এবং তাঁর পরিবর্তে আঁ হযরত (সঃ) কে পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

(আল্কাওসার 108:2) আয়াতে এক বুরুজী পুরুষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যার যুগে কাওসার প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ ধর্মীয় কল্যাণরাজীর ঝরণাসমূহ প্রবহমান হবে এবং পৃথিবীতে বহুল সংখ্যায় সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে। এ আয়াতেও বাহ্যিক বংশধরের প্রয়োজনীয়তাকে তুচ্ছভাবে দেখানো

হয়েছে এবং বুরুজী বংশধরের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যদিও খোদা আমাকে এ সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, আমি ইসরাঈলি এবং ফাতেমীও, এবং উভয় বংশ হতে উত্তরাধিকার লাভ করেছি, কিন্তু আমি রূহানীয়তের সম্বন্ধকে অগ্রগণ্য করি, যা বুরুজী সম্বন্ধ। এখন আমার এ সব লেখার সারমর্ম এই, যে মূর্খ বিরুদ্ধবাদী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, এ ব্যক্তি নবী বা রসূল হবার দাবী করে। আমার এ প্রকার কোন দাবী নেই। তারা যেভাবে ধারণা করে আমি সেভাবে নবীও নই এবং রসূলও নই। তবে আমি যে ভাবে বর্ণনা করে এসেছি সেভাবে নবী এবং রসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি দুষ্টামি করে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনে যে, আমি (স্বতন্ত্র) নবুওয়ত এবং রেসালতের দাবী করি, সে মিথ্যাবাদী এবং এরূপ খেয়াল অপবিত্র। বুরুজী আকারে আমাকে নবী এবং রসূল করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে খোদা বারবার আমার নাম নবীউল্লাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ রেখেছেন; কিন্তু বুরুজীরূপে। এর মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তা নেই, পরন্তু মুহাম্মদ (সঃ) বিরাজমান। এ কারণে আমার নাম মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহমদ (সঃ) হয়েছে। সুতরাং নবুওয়ত এবং রেসালত অপর কারও নিকট গেল না, মুহাম্মদ (সঃ)-এর বস্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট রইল। আলায়হেস্ সালাতু ওয়াসালাম।

খাকসার;
মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান নিবাসী
৫ই নভেম্বর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ